# নৃবিজ্ঞান ও উন্নয়ন ঃ তত্ত্ব এবং প্রেক্ষিত

জহির উদ্দিন আহমেদ*

'উন্নয়ন' প্রত্যয়টি ব্যাপকতর অর্থে সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আলোচনা করা হয়। অর্থশাস্ত্রে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন (economic development), রাজনীতি বিজ্ঞানে রাজনৈতিক উন্নয়ন (political development), সমাজতত্ত্বে সমাজ উন্নয়ন (social development) প্রভৃতি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উন্নয়নকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। বস্তুতঃ বিগত কয়েক দশকে আফ্রোএশীয় এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে উন্নয়নকে সামনে রেখে সমাজ গঠনের নিমিত্তে বিভিন্ন তত্ত্বীয় (theoretical) ও প্রায়োগিক (applied) ব্যবস্থাপত্রের সন্ধান মেলে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এই সমস্ত তত্ত্ব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে তেমন একটা সদর্থক ভূমিকা রাখতে পারেনি। কিন্তু এই কথা সত্যি যে, তৃতীয় বিশ্বে অনুসৃত উন্নয়ন কৌশলের বিভিন্ন দিকগুলোকে যদি আমরা সুক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখব যে, উন্নয়ন কোন আকস্মিক কিংবা অন্ধ অনুকরণীয় বিষয় নয়, বরং বিষয়টি নির্দিষ্ট সমাজের স্থান–কাল–পাত্রের প্রয়োজন ও চাহিদার প্রতিষঙ্গী। এই দৃষ্টিভঙ্গীটি চূড়ান্ত অর্থে মানুষের উন্নয়ন (human development)–কে অগ্রাধিকার দেবার প্রশ্নের সাথে জড়িত। সেজন্য নিছক অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী উন্নয়ন প্রত্যয়ের সামগ্রিক বিশ্লেষণ দাবী করতে পারে না। পরন্তু বিষয়টিকে খন্ডিত দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখার কারণে বিচ্যুতি (deviation) এসেছে বলেও ধারণা করা হয়।

## উন্নয়ন কি, কাদের জন্য উন্নয়ন?

চিরায়ত অর্থনীতিতে উন্নয়নকে আয়বৃদ্ধির সমার্থক বলে মনে করা হতো। পরবর্তীকালে অনেক অর্থনীতিবিদ আয়বৃদ্ধির সাথে পুনঃ বন্টনের প্রসংগটিও টেনে নিয়ে আসেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে উন্নয়নকে জীবন –যাত্রার মান বৃদ্ধির

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মাপক হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ এসব তত্ত্বের মূল কথাই হলো প্রবৃদ্ধি অর্জন, কিন্তু সমাজ—অভ্যন্তরে অর্থনীতির বাইরেও রয়েছে অপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যেগুলো উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। নৃবিজ্ঞানীরা এসমস্ত উপাদানকে অ–অর্থনৈতিক (non-economic) ও মানবিক উপাদান (human factor) বলে চিহ্নিত করেছেন। এগুলোকে সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভবপর নয়। ব্যপক অর্থে বলা যায় যে গতানুগতিক উন্নয়ন কৌশলে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদরা অভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক গতিশীলতার তাৎপর্যকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বস্তুগত উন্নয়ন (material development) উন্নয়নের শর্ত তবে একমাত্র শর্ত নয়। সেজন্য অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে উন্নয়নের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত। নৃবিজ্ঞানীরা 'সংস্কৃতি' (culture) প্রত্যয়কে সেজন্যই গুরুত্ব দেন সবচেয়ে বেশী। নৃবিজ্ঞান বলতে চায় যে, মানুষ আসার আগে আর মানুষ আসার পর পৃথিবীর অবস্থাকে সংস্কৃতির আলোকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। 'মানুষ সৃষ্ট সবকিছুই সংস্কৃতি' –এই মতের আলোকে নৃবিজ্ঞানী ক্লাইভ ক্লাকহোন আর উইলিয়াম কেলির সংস্কৃতির সংজ্ঞাটি প্রণিধানযোগ্য। তাদের মতেঃ

> "all those historically created designs for living, explicit and implicit, rational and non-rational which exists at any time as potential guides for the behaviour of men.[১]

অর্থাৎ সংস্কৃতি হল বংশানুক্রমে তৈরী জীবনযাত্রার ছক, তা কখনো স্পষ্ট ও প্রকাশ্য, কখনও গোপন বা অনুমানযোগ্য ছক, তার কিছু যুক্তি সঙ্গত, কিছু যুক্তি বিরোধী, কিছু যুক্তি–অযুক্তি বিচারের অতীত। যুক্তি নির্ভর ছক যেমনঃ খাদ্যাভ্যাস, পোশাক–পরিচ্ছদ। কতকগুলি আছে যুক্তিসঙ্গত নয়, যেমনঃ ধর্ম বিশ্বাস, কুসংস্কার। আবার যেগুলি যুক্তি অযুক্তির অতীত, যেমনঃ ভাষা। সংস্কৃতির এই সমস্ত উপাদানগুলোকে সমাজ থেকে কোন ক্রমেই আলাদা করা সম্ভব নয়। বলা যেতে পারে যে, এগুলো প্রতিটি সমাজের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য, কাজেই যে কোন জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন করতে হলে অবশ্যই পরিকল্পনাবিদ্‌গণকে সংস্কৃতির এই বিশেষ দিকটির উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সেজন্য উন্নয়ন কেবল অর্থনৈতিক সমস্যাই নয় বরং এটি একটি মানবিক সমস্যাও (human problem). এই সমস্যার স্বরূপ সামাজিক সাংস্কৃতিক। প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ্‌ অধ্যাপক আনিসুর রহমান এ বিষয়ে সম্প্রতি

তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন, যাতে নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর মতেঃ

> "উন্নয়ন সমস্যাটি জনগণের কাছে শুধু একটা দ্রব্য বান্ডিল পৌছে দেবার সমস্যা নয়, এটি জনগণের সৃষ্টিশীলতা পৌছে দেবার প্রশ্ন, যে সুযোগ ব্যবস্থা করে জনগণ তাদের স্পৃহা অনুযায়ী নিজেদের দ্রব্যবান্ডিল নিজেরা বেছে নেবে যার মধ্যে নিজেদের সংস্কৃতি ও বুদ্ধিগত জীবনের প্রসার ও ইপ্সিত দ্রব্য হিসেবে গণ্য হবে।[২]

মানবিক সমস্যার বিষয়টি স্বজাতিক (indigenous) গোষ্ঠীর সাথে জড়িত। স্বজাতিক গোষ্ঠীর মূল্যবোধ, কুসংস্কার, বিশ্বদৃষ্টি, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানজাত। অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান মানবিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেও নৃবিজ্ঞান–এর দৃষ্টিভঙ্গী অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ নৃবিজ্ঞানীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিভঙ্গী সমস্যাকে অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে সহায়তা করে। নিকোলাস যথার্থই বলেছেনঃ

> "সংস্কৃতি সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা এবং মাঠকর্মের গবেষণা পদ্ধতি এবং শিক্ষা দুটোই বাংলাদেশের জাতীয় পরিকল্পনায় সহায়তা করতে পারে।[৩]

নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উন্নয়নকে মানব বিকাশের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।, যেখানে ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী নিজেদের অস্তিত্বকে জীবন ও বাস্তবতার নিরিখে অনুধাবন করতে পারে। এই অনুধাবন প্রতিফলিত হতে পারে তার সত্বাকে ঘিরে। তাই ব্যক্তি সত্বা বা জাতি সত্বার পরিচয় পাওয়া সম্ভব একমাত্র তার সংস্কৃতি ও বিশ্বদৃষ্টির মধ্যে। ব্যক্তি কিভাবে বাস করে, কি চিন্তা করে, কি আচরণ করে, তার আশা–আকাংখা কি, ভয় কিসে, তার সামাজিক সম্পর্কের গতি প্রকৃতি সবগুলো বিষয়ই উন্নয়নের সমস্যাজাত ও বহিঃপ্রকাশ। বলাবাহুল্য উন্নয়নের নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য দৃষ্টিভংগি থেকে কার্যতঃই পৃথক। উপরোক্ত ব্যাখ্যা সামনে রেখে আমরা বলতে চাই যে, উন্নয়নকে যদি ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হয় তাহলে অবশ্যই নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতকে আলোচনায় আনা জরুরী। অভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক গতিশীলতা (internal cultural dynamics) কে না বুঝলে কিসের উন্নয়ন, কাদের জন্য উন্নয়ন, বিষয়গুলো অস্পষ্ট থেকে যাবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তৃতীয়

দুর্ভাগ্যজনকভাবে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন কৌশলে যে সমস্ত এপ্রোচ সমূহ প্রাধান্য পেয়েছে তা উপরোক্ত বিষয় সমূহকে সযত্নে পরিহার করে এসেছে। বিষযটিকে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

## গতানুগতিক উন্নয়ন এপ্রোচ ঃ দ্রুত দৃষ্টিপাত

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের নিমিত্তে পূঁজিবাদী দেশসমূহ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পরই বিভিন্ন উন্নয়ন তত্ত্বের মোড়ক নিয়ে হাজির হয়। বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভঙ্গুঁর ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে সচল করার স্বার্থে মার্কিন পূঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, আশ্রয় নেয়া হয় বিভিন্ন ব্যবহারিক পদক্ষেপ ও তাত্ত্বিক মডেলের। এর মধ্যে বিবর্তনবাদী থিসিস (evolutionists thesis), হারানো উপাদান থিসিস (missing factor thesis), প্রাতিষ্ঠানিক থিসিস (institutional thesis), প্রান্তীয় সম্পর্ক থিসিস (peripheral thesis) অন্যতম।

উনবিংশ শতাব্দীতে চিন্তাজগতের ক্ষেত্রে সাড়া জাগানো চার্লস ডারউইনের 'বিবর্তনবাদ' নৃবিজ্ঞান উন্মেষের পেছনে তাৎপর্যকর ভূমিকা রাখে। পরবর্তী বিবর্তনবাদীদের মধ্যে L.H. Morgan, E.B. Tylor, Mclenan, Bachofen, Haddon-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মতে, প্রতিটি সমাজ সরল থেকে জটিল, সমজাতীয় (homogenous) থেকে বিষম জাতীয় (heterogeneous) তে অগ্রসর হয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষাব্দে বিবর্তনবাদ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্যাপ্তিবাদী (diffusionism) মতবাদের সূচনা ঘটে। বিশ্ব সংস্কৃতির একক উৎস হিসেবে এরা মিশরকে চিহ্নিত করে। এর থেকে সারা বিশ্বে সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান ছড়িয়ে পরে। এই মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা হলেন Elliot Smith এবং Perry. বিবর্তনবাদীরা যেখানে দীর্ঘসময়ের মাত্রায় সংস্কৃতিকে দেখতে আগ্রহী সেখানে ব্যাপ্তিবাদীরা নির্দিষ্ট সময়ের আলোকে সংস্কৃতির বিকাশ দেখতে চায়। কিন্তু দুটো মতবাদই ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হয়। এ সম্পর্কে John Beattie সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেনঃ

> "The trouble with both these approaches of course that their advocates went far beyond the evidence, as they were bound to do so long as their interest was directed to the remote past, and to the very first begining of human institutions and belief".[8]

চরমপন্থী বিবর্তনবাদ এবং ব্যাপ্তিবাদের প্রতিক্রিয়ায় প্রভাবিত হয়েছে ক্রিয়াবাদ (functionalism). ক্রিয়াবাদ সংস্কৃতি বিশ্লেষণের ইতিহাসকে গৌণ করে দেখে। তদস্থলে সংস্কৃতির মৌল উপাদান সমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর গুরুত্বারোপ করে। নৃবিজ্ঞানী কর্তৃক আদিম সমাজের আচার–অনুষ্ঠান ব্যাখ্যার যে চেষ্টা শুরু হয় তার থেকেই কাঠামোগত ক্রিয়াশীলতার (structural-functionalsim) উদ্ভব। জীবদেহের মত সমাজদেহ সম্বন্ধে ক্রিয়া নির্ভরশীলতার বক্তব্য ম্যালিনস্কির গবেষণায় ফুটে উঠে। বিশের দশকে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় আদিম অধিবাসীদের সমাজব্যবস্থায় আপাতঃ দৃষ্টিতে যা উদ্ভট বলে মনে করা হয়, সমাজ সংরক্ষণে তার ভূমিকা ম্যালিনস্কি তুলে ধরেন। তিনি দেখান যে, প্রত্যেকটি প্রথা, ধারণা ও রীতির সংগে জড়িত বস্তু বা আচরণ কোন না কোন সামাজিক কর্ম সম্পাদন করে।[৫] ম্যালিনস্কির ক্রিয়াবাদ ব্যাখ্যায় অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালে Radcliffe-Brown. Evans-Prichard, Mayer-Fortes, Raymond Firth, Max Gluckman, Fred Eggan, Edmund Leach প্রমুখ ক্রিয়াবাদকে এগিয়ে নিয়ে যান। ক্রিয়াবাদের নৃবিজ্ঞানের প্রভাব পরবর্তীকালে মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পার্সনসের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়। বস্তুতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের আধুনিকায়ন তত্ত্বে (modernisation theory) পার্সনসের তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি দেখিয়েছেন যে, সমাজ হলো এমন এক গতিশীল ব্যবস্থা যার বিভিন্ন অংশ ও শক্তিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ক্রিয়ার মাধ্যমে এই সমাজব্যবস্থা সংরক্ষিত হয়। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের সমাজ কাঠামো অধ্যায়নে এই তত্ত্বের যথেষ্ট সীমাবদ্ধতারয়েছে। কারণঃ

(ক) এটি ইতিহাসকে অস্বীকার করে
(খ) অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থঃ কাঠামোর আধিপত্য ও নির্ভরশীলতার উপর গুরুত্বারোপ করে না
(গ) এক ধরনের স্বাজাত্য বোধক (ethnocentric) বিশ্লেষণ করে
(ঘ) ক্রিয়াবাদ বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোর বৈধতা সম্পর্কে নীরব থাকে

তাই ক্রিয়াবাদী বিশ্লেষণ অনুযায়ী তৃতীয় বিশ্বের পাশ্চতপদতা হচ্ছে প্রাথমিক ভাবে সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক। সেজন্য পশ্চিমা সমাজ বিশেষতঃ উত্তর আমেরিকা আধুনিকায়নের আদর্শ রূপ (ideal type)। এই আদর্শ রূপের

বিশ্লেষণী কাঠামোকে, ÈIndex Ideal Typical Approach' বলা হয়। এর দুটো দিক রয়েছে। (ক) The Pattern Variable Approach (খ) Growth Theory. সামগ্রিক ক্রিয়াবাদী মডেল থেকে যেসব কাঠামোগত সম্পর্ক পার্সনস সূচারুভাবে ও সুস্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটন করেছেন তাহলো তার মডেলের ভেতরকার বিভিন্ন অংগের সংগে কল্পিত পারস্পরিক সম্পর্ক। তাঁর বিশ্বজনীন প্যাটার্নসমূহের মধ্যে Affective Neutrality এবং Self Orientation উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ প্যাটার্নসমূহ হচ্ছে বিপরীত মুখীন ভিন্নক (dichotomous) জোড়া।

পরবর্তীকালে বার্ট এবং হোসেলিজও আদর্শ টাইপের নির্মিতি উপস্থাপন করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি 'Social Structure and Economic Growth'-এ এ সম্পর্কে তাঁর যুক্তি উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে পরিবর্ধিত আকারে ১৯৬৩ সালে 'Social Stratification and Economic Development'-এ এতদসম্পর্কে জোরালো বক্তব্য হাজির করেন। তাঁর মতে উন্নয়ন হচ্ছে সামাজিক আচরণের রূপান্তর। এই রূপান্তর ascription, particularism, এবং functional diffusiveness থেকে যথাক্রমে achievement, universalism, এবং functional specificity-তে স্থানান্তরিত হবে।[৬] হোসেলিজ কথিত প্যাটার্ন সমূহ তৃতীয় বিশ্বের 'vicious cycle of poverty' কে ভেঙ্গে ফেলার যুক্তি তুলে ধরলেও উন্নয়ন অধ্যয়নে সমস্যার সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ গতানুগতিক ও আধুনিক সমাজের পার্থক্য বিজ্ঞান সম্মত নয়। আমরা জানি যে, প্রগতি, আধুনিকতা ইত্যাদি সমীকরণের ভৌগলিক জন্মভূমি হলো ইঙ্গ-মার্কিন ভূ-খণ্ড। সামাজিক-আর্থনীতিক যে ব্যবস্থায় এই ধারণার সূত্রপাত তা তৃতীয় বিশ্বের সমাজ থেকে মৌলিক ভাবে পৃথক। ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকাশ এ পর্বের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। একথা সত্যি যে, বিকাশের পর্যায়ে প্রতিটি সমাজ সংস্কৃতির স্বকেন্দ্রিক এককের উপর নির্ভর করে। এক সমাজের বৈশিষ্ট্য অন্য সমাজে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পরিতাপের বিষয় এই যে এই ব্যাপারটিই ঘটেছে তৃতীয় বিশ্বে অনুসৃত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি তত্ত্বে ও (growth theory) উপরোক্ত বক্তব্যটি উপস্থাপন করা যায়। এ তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন W.W.Rostow. উন্নয়ন স্তরের মাঝেই উন্নয়ন সাধিত হয়-এ ছিল রষ্টোর ধারণা। তিনি উন্নয়ন স্তরের ৫টি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো Traditional, Pre-Conditions for take-off, Take-off, Drive toward maturity, Age of mass consumption.[৭] রষ্টোর তত্ত্ব মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বের অসারতা তুলে ধরে শ্রেণী সমঝোতার (compromise) বক্তব্য উপস্থাপন করেন। কিন্তু তাঁর তত্ত্বের সীমাবদ্ধতার কারণে উন্নয়ন তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের আকাশে উড্ডীন হতে

পারেনি। তাঁর তত্ত্বে বর্ণিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিয়ে সামগ্রিক উন্নয়নকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তিনি ম্যাক্রো অর্থনৈতিক দিক থেকে দরিদ্র দেশের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা, বৈদেশিক সাহায্য ও বিনিয়োগের প্রয়োজীয়তা, পুঁজিঘন উৎপাদন পদ্ধতি, বৃহদাকার শিল্পায়ন, মুক্তবাজার অর্থনীতি (যার দায়িত্বে থাকবে বহুজাতিক কর্পোরেশন সমূহ) ইত্যাদির সুপারিশ করেছেন। তার ভিত্তিতে রষ্টো উন্নয়নের আকাশে দরিদ্র দেশকে উড়তে বলেছেন। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন উন্নয়নের অনুষঙ্গী। কিন্তু উন্নয়নে যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদান (যে গুলো পরিমাণগত নয় গুণগত) এরও গুরুত্ব রয়েছে তাকে অর্থনীতিবিদরা ধরতে পারেন নি। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, পাশ্চত্য মডেলের হুবহু অনুসরণ তৃতীয় বিশ্বের অভ্যন্তরীণ বিকাশের পথকেই রুদ্ধ করে দিয়েছে। অথচ উন্নয়নকে দেখা উচিত এ সমস্ত দেশের micro level থেকে। অর্থনীতিবিদ ই·ই· সুমার যাকে বলেছেন 'ছোট ই সুন্দর'।[৮] যন্ত্রসভ্যতার বিপরীতে কাংখিত মানবিক সমাজের অস্তিত্ব উদ্‌ঘাটন করেছেন সুমার ভারতবর্ষে। তাঁর মতে যে প্রযুক্তি ছোট মাপের, মানব শ্রম নির্ভর, বৃহৎ প্রকল্পে জড়িত নয়, যার জন্য প্রয়োজন কমপুঁজি এবং যা পরিবেশ দূষিত করবে ন্যূনতম, স্বনির্ভর, স্বশাসিত জনগোষ্ঠীল জন্য এই প্রযুক্তি সৃষ্ট ছোট কর্মকান্ডকে সুমার 'সুন্দর' বলে অভিহিত করেছেন। সুমারের বক্তব্যটি নৃবৈজ্ঞানিক উন্নয়ন ধারার বিশ্লেষণের সাথে সম্পৃক্ত করা সম্ভব যেখানে উন্নয়ন পরিচালিত হবে নীচ থেকে (From below), উপর থেকে নয়।

অনুন্নয়ন অধ্যয়নে অপর মডেলটি হচ্ছে নির্ভরশীলতার তত্ত্ব (Dependency theory)। এটিকে world system perspective'ও বলা হয়ে থাকে। পল·এ·বারান, যিনি চরমপন্থী নব্য মার্কসবাদীয় হিসেবে খ্যাত, তাঁর Political Economy of Growth গ্রন্থে, এ সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। তিনি উন্নয়ন অনুন্নয়নকে একই মুদ্রার এপিঠ–ওপিঠ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া A.G. Frank, Samir Amin, Wallestein, Dos Santos প্রমুখের লেখা নির্ভরশীলতা তত্ত্ব প্রসার লাভ করে। এ তত্ত্বে বলা হয় যে, উন্নত অনুন্নত দেশ সমূহের পার্থক্যের মূলে রয়েছে ইউরোপে বণিক পুঁজির বিকাশ যা আবশ্যিকভাবে উপনিবেশকে ধ্বংস করে এবং লুটতরাজ চালায় এবং তাদের উদ্বৃত্ত শোষণ করে নিয়ে যায় (বারান)। এ প্রসঙ্গে ফ্রাংকের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

> "I believe with Paul Baran, that is capitalism both world and national, which produced underdevelopment, in the past and which still generates undervelopment in the present'.[৯]

ফ্রাংক অনুন্নত অর্থনীতি বিশ্লেষণে অতীত আর্থ–সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণা নেবার কথা বলেছেন। তিনি অনুন্নয়ন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'মেট্রোপলিস স্যাটেলাইট' প্রত্যয়ের অবতারণা করেন। কিন্তু পূঁজিবাদকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাদের কিছু সীমাবদ্ধতা উন্নয়নকে সঠিকভাবে বোঝা কষ্টকর হয়ে পড়ে। কারণঃ

(ক) পূঁজিবাদ অনুন্নয়নের জন্য দায়ী – কিভাবে?
(খ) পূঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালী সৃষ্টির জন্য অনুন্নয়ন অপরিহার্য কিনা?
(গ) কিছু ক্ষতি করতে না পারলে পূঁজিবাদের বিকাশ সম্ভব কিনা?

এ সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর নির্ভরশীলতার তত্ত্বে জোরালো নয়।

## বিকল্প উন্নয়ন ঃ নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী

বাংলাদেশ সহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অর্থনৈতিক ফ্রেমে যে কোন প্রকল্পের মূল্যায়ন করা হয়। পাশ্চত্যের তথাকথিত যুক্তিবাদের আলোকে সমাজ সংস্কৃতিকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। সেজন্য বলা হয়ে থাকে উঁচু সংস্কৃতি বা নীচু সংস্কৃতি। 'আসলে কোন সুপিরিয়র বা ইনফেরিয়র সংস্কৃতি নেই, আছে শুধু ভিন্ন সংস্কৃতি'। Cultural relativism তত্ত্বের বক্তব্যও তাই। জনগণকে স্বস্বাধীন হিসেবে দেখতে হবে। প্রতিটি স্বজাতিক গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে, যা ঐতিহাসিক ভাবে অভ্যন্তরে গতিশীলতায় সৃষ্ট। ঐতিহ্যকে (Tradition) উন্নয়নের অনুষঙ্গী হিসেবে প্রাধান্য দেয়া উচিত। ব্যক্তি মানসের বিশ্বদৃষ্টি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উন্নয়নকে উন্নয়নকামী জনগোষ্ঠীল চাহিদা ও প্রয়োজন মোতাবেক প্রয়োগ করা বাঞ্চনীয়। বলাবাহুল্য এটি কেবলমাত্র নৃবিজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব। তাঁর জ্ঞান ও কর্মপদ্ধতি স্বজাতিক গোষ্ঠী সম্পর্কে ধারণা নিতে সাহায্য করে। কারণ তাঁর গবেষণা পদ্ধতি প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি গবেষণা এলাকায় তাদের সংস্কৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং আত্মস্থ করতে চেষ্টা করেন। নতুন প্রযুক্তি যে কোন প্রকল্পের সমস্যা, চাহিদা, সম্ভাবনা সম্পর্কে তাই নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞান অপরিহার্য। Doniet .G. Bates এবং Fred Plog এর মন্তব্যটি এক্ষেত্রে প্রাসংগিক। তাঁদের মতেঃ

> "......... The role of religion, world view, or cosmology in people's adoption of new belief and new ways of behaving and in their ways of

reconciling innovations with their tradtional behavior."[১০]

এছাড়া উন্নয়ন অধ্যয়নে অপরাপর সামাজিক বিজ্ঞান সমূহের সাথে নৃবিজ্ঞানের পার্থক্য রয়েছে কতক বিশেষ দৃষ্টিভংগীতে। সেগুলো নিম্নরূপঃ

ক. তুলনামূলক বিশ্লেষণ (Comaparative analysis)
খ. পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভংগী (Holistic approach)
গ. এমিক দৃষ্টিভংগী (Emic analysis)
ঘ. কেস স্টাডি (Case study)

উন্নয়ন নৃবিজ্ঞানী কোন বিশেষ অঞ্চলের সমস্যা অনুধাবনের জন্য তুলনামূলক বিশ্লেষণের আশ্রয় নেন। সংগৃহীত তথ্যকে তিনি অন্য সমাজের প্রেক্ষিতে তুলনা করে সমস্যার প্রকৃতি জানতে চেষ্টা করেন। চতুর্দশ শতকের মুসলিম সমাজদার্শনিক ইবনে খালদূন মানব আচরণের স্বরূপ বিশ্লেষণে তুলনামূলক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, আরবীয় এবং ইহুদীদের মধ্যে আচরণের বৈসাদৃশ্য বর্ণগত পার্থক্যে নিহিত নয়, বরং তার মূলে রয়েছে তাদের অতীত ইতিহাস এবং ঐতিহ্যগত জীবনধারার ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য। একজন উন্নয়ন নৃবিজ্ঞানী তৃণমূল পর্যায়ে দেখতে চেষ্টা করেন যে, কেন জনগণ নবনব উদ্ভাবনকে সহজে গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করে; বিপরীতে তার আচরণ, বিশ্বদৃষ্টি ইত্যাদির কার্যকারণ সম্পর্ক কিভাবে প্রকাশিত হয়–এসব বিষয় অনুসন্ধান করা নৃবিজ্ঞানীর কাজ। পরবর্তী পর্যায়ে অন্য সমাজ ও উদ্ভাবনকে জনগণ কিভাবে গ্রহণ করেছে তার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে সমস্যার গভীরে নৃবিজ্ঞানী অতি সহজে পৌছে যান। এ ধরনের ক্ল্যাসিক ভল্যুম লুইস হেনরি মর্গানের 'Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family–র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

এথনোগ্রাফিক উপাত্ত সংগ্রহে নৃবিজ্ঞানী যে বিশেষ দৃষ্টিভংগী অনুসরণ করেন তাকে নৃবিজ্ঞানে পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভংগী বলা হয়। নৃবিজ্ঞানের অধ্যয়ন যেহেতু মানুষকে ঘিরে, সেহেতু মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, আধ্যাত্মিক, ঐতিহাসিক তথা সার্বিক দিক পর্যবেক্ষণ করা অত্যাবশ্যক। যেমন: কোন জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাস হঠাৎ করে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে উন্নয়ন নৃবিজানী ঐ জনগোষ্ঠীর অর্থনীতি, পরিবেশ, এমনকি তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও মাতাদর্শগত দিক গুলোকে খাদ্যাভ্যাসের সাথে সম্পর্কিত করতে চেষ্টা করেন।

তিনি এটিও দেখতে চেষ্টা করবেন যে, পরিবার প্রধানের পেশা খাদ্য গ্রহণকে কতটুকু প্রভাবিত করে এবং পুষ্টি গ্রহণের ক্ষমতা তার সাথে কিভাবে সম্পর্কিত। জনগোষ্ঠীকে বিশেষ (Particular) কালের পরিসরে দেখলেও তাঁকে সাধারণের (Generalist) দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হয়।

সমাজ অভ্যন্তরে জনগণের প্রত্যয়ন (perception), সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভংগী ইত্যাদি বিষয়াবলীকে গবেষণাধীন সমাজের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করাকে Emic analysis বলে।

একজন নৃবিজ্ঞানী জনগণের জ্ঞানের গভীরতা ও প্রসারতা কে যুগপৎ নিরীক্ষণ করেন। Ethno science method বা emic analysis পদ্ধতিতে স্বজাতিক জনগণের জ্ঞানের লক্ষ্য ও পদ্ধতিকেও (Cognitive aspect) নৃবিজ্ঞানী ব্যাখ্যা করেন। তাই একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, কোন প্রকল্প প্রণয়নে নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকা অপরিহার্য শর্ত। কেননা উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন সামাজিক বিচ্ছিন্নতাকেই প্রকারন্তরে উৎসাহিত করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৬০ সালে বাংলাদেশে কাপ্তাই বাঁধ তৈরীর ফলে সেখানকার উপজাতীদের জীবনে যে বিপর্যয়ের সূচনা ঘটে, আজকের অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম তারই উৎস হিসেবে বিবেচিত। কাপ্তাই বাঁধের ফলে যে কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয় তার ফলে ২৫৩ বর্গমাইল এলাকায় স্থায়ী ৫০ হাজার একর আবাদী জমি প্লাবিত হয় আর ১ লক্ষের অধিক লোক সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ষাটের দশকের সবুজ বিপ্লব কর্মসূচীও বাংলাদেশে বিভিন্ন সামাজিক–সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। সবুজ বিপ্লবের ইনপুটের কার্যকর উপাদান কীটনাশক সার ব্যবহার যেমন একদিকে জমির উর্বরতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তেমনি অপর দিকে জৈব সারের প্রভাবে পুকুরে অক্সিজেন কমে গিয়ে তার ধারণ ক্ষমতাকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে। এটিকে ইউট্রো ফিকেশন (Eutrophication) বলে। কেবল পুকুর নয়, বিভিন্ন জলাভূমিতেও এই প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। অথচ স্থানীয় পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে এধরনের প্রতিক্রিয়া এড়ানো সম্ভব। উন্নয়নকে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে নিয়ে যেতে হল প্রয়োজন planned change বা পরিকল্পিত পরিবর্তন। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রকৃত মুল্যবোধকে (vernacular values) মর্যাদা দেয়া প্রয়োজন। পরিবেশবাদী আন্দোলনের অন্যতম মূখপত্র ইকোলজিষ্ট –এর মন্তব্যটি এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য ঃ

> "আমরা মনে করি যে, সমাজই হবে আনন্দময়। যে সমাজ তৈরী হবে বিকেন্দ্রীভূত স্বনির্ভর জনগোষ্ঠীগুলি নিয়ে যেখানে মানুষ তার ঘরের কাছেই কাজ করবে, নিজেরাই নিজেদের বিদ্যালয়, হাসপাতাল,

> জনসেবামূলক কাজের দায়িত্ব নিযে সত্যিকার জনগোষ্ঠী গড়ে তুলবে। এ অবস্থায় সমাজের সদস্যরা নিজস্ব স্বত্তা বিকশিত করতে পারবে, যা আজকের এই গণ–সমাজের নাগরিকরা হারিয়ে ফেলেছে।[১১]

প্রতিটি সংস্কৃতির রয়েছে দুস্তর সাংস্কৃতিক যুক্তি (cultural logic), এ ধরনের যুক্তি কৃষক সমাজে স্বতঃ–স্ফূর্ত ভাবে লক্ষ্যনীয়। প্রকৃতির সাথে কৃষকের নিবিড় যোগাযোগ তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত। একজন কৃষকের কৃষি বিষয়ক জ্ঞান, বিজ্ঞান ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। গ্রামীণ জনগণ উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিজেদের জীবন চক্রের (life cycle) সাথে এক করে দেখতে অভ্যস্থ। রিচার্ড কুরিন পাঞ্জাবের একটি গ্রাম গবেষণা করে দেখিয়েনে যে,

> "Indigenous agronomy offered a framework for the analysis of decision -making that could be articulated with other system bearing on farmer behavior".[১২]

সেজন্য কুরিনের বক্তব্য হলো পাঞ্জাবের চকপুরে উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে হলে অবশ্যই ঐ জনগোষ্ঠীর স্বচালিত জ্ঞান ব্যবস্থার (Indigenous knowledge system) আলোকে উন্নয়নকে দেখতে হবে। তারা কৃষিকে কিভাবে দেখছে (humoral agronomy –যাকে কৃষকরা জীবন চক্রের সাথে এক করে দেখে) তা উদ্‌ঘাটন করা জরুরী। নৃবিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক–তথ্য সরবরাহ করতে পারেন বলে কুরিন মন্তব্য করেন। তিনি কৃষকদের গবেষণা করে দেখান যে, উফশী বীজের প্রতি কৃষকদের অনীহার প্রধান কারণ হলো, কৃষকরা মনে করে স্থানীয় ফসল উফশী (উচ্চ ফলনশীল) থেকে ঠান্ডা ও ভিজা থাকে এবং এটি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। তাদের ধারণা হলো স্থানীয় ফসলের খাদ্য দিনে দুবার খেলেই পেট ভরে যায়, কিন্তু উফশী খাবার দিনে তিনবার খেলেও অভুক্ত মনে হয়। বস্তুতঃ নিবিড় মাঠ গবেষণার কারণেই কুরিনের পক্ষে চকপুর গ্রামের এথনোগ্রাফি তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

### উপসংহার ঃ

এ নিবন্ধে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন অধ্যয়নে নৃবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের বিষয়টির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। সাম্প্রতিক উন্নয়নের নৃবিজ্ঞানে প্রতিটি সংস্কৃতিকে তার অভ্যন্তরীণ গতিশীলতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই গতিশীলতা ঐ সমাজের স্বজাতিক

ঐতিহ্য এবং লোকজ জ্ঞানের (Folk wisdom) ভিত্তি থেকে উৎসারিত হতে পারে। সেজন্য এক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য দিয়ে অন্য সংস্কৃতিকে পরিমাপ করা অযৌক্তিক। উন্নয়ন যেহেতু উপর থেকে চাপিয়ে দেবার কোন বিষয় নয়, সেটি বরং নীচ থেকে উপরে দেখার উপর নৃবিজ্ঞান গুরুত্বারোপ করে। জনগণের উদ্যোগ, কর্মপন্থা অবশ্যই তার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে হবে। তার আচার আচরণ, জ্ঞাতি সম্পর্কের ধরন, মূল্যবোধ দৃষ্টিভংগী, সর্বোপরি বিশ্বজনীনতাকে অন্য ছকে যুক্ত করা যায় না। অন্যথায় অস্তিত্বের সংকটকেই তুলে ধরবে বলে আমার বিশ্বাস। যেমন ব্রাজিলে ১৯০০ সালের পর ২৭০ টি উপজাতির মধ্যে ৯০টি উপজাতি পুরোপুরি বিলুপ্তির পথে, বিশ্বে ৬০০০ ভাষার মধ্যে ৩০০০ ভাষা-ভাষী জনগণ তাদের মাতৃভাষা ভুলতে বসেছে। এ সম্পর্কে Time ম্যাগাজিন Kenttale সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেনঃ

'the soil of their culture withers away'[১৩]

কাজেই প্রতিটি অনুন্নত সমাজের acts S events কে সমভাবে গুরুত্ব দেয়া উন্নয়নের সঠিক রণনীতি বলে আমি মনে করি।

**তথ্য নির্দেশ ঃ**

১. Quoted from Keesing F. M., 1960, *Cultural Anthropology*, New York, Rinchart and Company, P. 18

২. রাহমান, আনিসুর, 'বিকল্প উন্নয়ন প্যারাডাইমের দিক নির্দেশ', *উন্নয়নবিতর্ক*, ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯১

৩. Nicholas, Ralph W., Some uses for Social Antnropology in Bangladesh, The Ford Foundation, Dhaka, July, 1973

৪. Beattie, John, *Other Cultures-aims-methoes and achieverments in Social Antnropology*, London, Cohen and Weat, P. 8, 1964

৫. Malinowski, B., *Argonauts of the Western Pacific*, New York, E.P. Dutton and Co. Inc. 1961. First published in 1922

৬. Hoselitz, Bert F., *Sociological Aspects of Economic Growth*, Feffer and Simons Inc, N. Y. 1960

৭. Rostow, W.W., *The Stages of Economic Growth--A Non. Communist Manifesto,* London, Cambridge University Press, 1960

৮. Schumacher, *E. Small is Beautiful* - Economics As if people Mattered, Harper and Row, New York, 1973

৯. উদ্ধৃত, Brewer, Anthony, *Imperialism*

১০. Bates, G. Daniel and Plog, Fred, *Cultural Antnorpology* (3rd edition), Mc Graw -Hill Inc, U.S.A., 1990

১১. *The Ecologist,* A Blue print for Survival, Penguin, 1972, P. 62

১২. Kurin, Richard, 'Indigenous Agronomics and Agricultural Development in Indus Basin', *Human Organization* 42 (4) PP. 283-293.

১৩. এ সম্পর্কে একটি সুন্দর নৃতাত্ত্বিক আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে *Time (International),* 'Lost Tribes-Lost Knowledge, Sept. 23. 1991, No. 38